দরবেশ গ্রন্থাবলী—৯

কুল-সঙ্গীত

স্বর্গীয় কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিরচিত

কিরণ চাঁদ দরবেশ সঙ্কলিত

দুই আনা

প্রকাশক

শ্রীঅমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ.

খালিয়া, ফরিদপুর

১৩২৭

কলিকাতা,

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৯২১

ওঁ

উৎসর্গপত্র

পরম-স্নেহাস্পদ সুকণ্ঠ-গায়ক

শ্রীমান্ কামনাকান্ত মুখোপাধ্যায়

নিরাপদে দীর্ঘজীবেষু—

প্রিয়বর,

তোমার সুললিত কণ্ঠ, নিরীহ প্রকৃতি এবং সর্ব্বোপরি শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মণ্য-আচার আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, মনে করিয়া গৌরব বোধ করি হে ব্রাহ্মণ, তোমারই হিতের জন্য যুগে যুগে যোগ-পুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হন,—তোমাকে নমস্কার

স্বর্গীয় পিতৃদেব বিরচিত সঙ্গীতগুলি তুমি গান করিতে ভালবাস; তাই এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ তোমার করে সমর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম

রাখীপূর্ণিমা
১৩ ভাদ্র, ১৩২৭

তোমার
কাকু

দরবেশ-গ্রন্থাবলী

বিজলী-সঙ্গীত (৪র্থ সংস্করণ)	।০
গানের খাতা	॥০
শ্রীবৃন্দাবন শতক (শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত—২য় সংস্করণ)	০
কাবেরী (কবিতা)	[illegible]
জপজী (গুরু নানক বিরচিত)	৵০
সঙ্গীত-সুধা (ভগবান শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামি-দেব বিরচিত) ..	[illegible]
মন্দির (গীতিকাব্য—আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখিত ভূমিকা এবং কবিশেখর রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রসস্তি) ...	১॥০
সাম-সন্ধ্যা-গাথা	।০

কলিকাতা গুরুদাস লাইব্রেরী

এবং

কাশী যোগাশ্রমে গ্রন্থকারের নিকট

পাওয়া যায়।

ভূমিকা

এই পুস্তকে সংগৃহীত গানগুলির রচয়িতা মদীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন তিনি বহু সঙ্গীতের রচয়িতা এবং তাঁহার কণ্ঠও সুললিত ছিল; কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার রচিত এই কয়টি সঙ্গীত ছাড়া আর খুঁজিয়া পাইলাম না।

সন ১২৩৭ সালে ফরিদপুর (তৎকালে বাখরগঞ্জ) জেলার অন্তর্গত মাদারিপুর মহকুমার অধীন খালিয়া গ্রামে পিতা-ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলে. উচ্চ কুলিন-বংশে ধনীর গৃহে তাঁহার জন্ম হয় আদিশূরের সময়ে (আনুমানিক ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে) কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়-দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম :— বীতরাগ, ক্ষিতীশ, সুধানিধি, সৌভরি ও মেধাতিথি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতেই বঙ্গের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বীতরাগ কাশ্যপ গোত্রজ ছিলেন, ইঁহার এক পুত্র দক্ষ হইতে রাঢ়ীয় ও অপর পুত্র কৃপানিধি হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বঙ্গীয় কাশ্যপ-গোত্রের উৎপত্তি। ক্ষিতীশ শাণ্ডিল্য গোত্রজ ছিলেন; ইঁহার এক পুত্র ভট্টনারায়ণ হইতে রাঢ়ীয় ও অপর পুত্র দামোদর হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বঙ্গীয় শাণ্ডিল্য গোত্রের উৎপত্তি। সুধানিধি বাৎস্য-গোত্রজ ছিলেন; ইঁহার এক পুত্র ছান্দড় হইতে রাঢ়ীয় ও অপর পুত্র ধরাধর হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বঙ্গীয় বাৎস্য-গোত্রের উৎপত্তি সৌভরি সাবর্ণ-গোত্রজ ছিলেন; ইঁহার এক পুত্র বেদগর্ভ হইতে রাঢ়ীয় ও অপর পুত্র রত্নগর্ভ হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বঙ্গীয় সাবর্ণ-গোত্রের উৎপত্তি। মেধাতিথি

ভরদ্বাজ-গোত্রজ ছিলেন ; ইঁহার এক পুত্র শ্রীহর্ষ হইতে রাঢ়ীয় ও অপর পুত্র গৌতম হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বঙ্গীয় ভরদ্বাজ-গোত্রের উৎপত্তি। এই প্রকার একই পিতার সন্তান হইয়া রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ পরস্পর দ্বেষ করিয়া থাকেন, এবং একজন অপরজনকে খাটো করিবার জন্য কতই-না যুক্তির অবতারণা করেন !—দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

আজ-কাল কুল-শাস্ত্রের আলোচনা বঙ্গ-দেশ হইতে এক-প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। আমরা বিদেশীয় বহু বংশের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখি, কিন্তু নিজের বাপ ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করিলেই চক্ষু স্থির। এই প্রকার অজ্ঞানতা বড়ই লজ্জাস্কর। তাই প্রসঙ্গ পাইয়া আমি এই স্থানে দক্ষ-বংশের চট্ট কুলের ধনো-শাখার বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম ; সমগ্র বংশের বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নহে। চট্ট-কুলের সন্তানগণ ইহার দ্বারা আপন বংশের খোঁজ পাইবেন

মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে পরিচিত হন। কশ্যপ সন্তান অবৎসার, কাশ্যপ, দেবল, নৈধ্রুব ও বশিষ্ঠ—এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রকৃৎ-ঋষি ছিলেন। ইহাদের হইতেই কাশ্যপ গোত্রের উৎপত্তি এই কাশ্যপ গোত্রে মহাতপা কৃষ্ণমিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন কৃষ্ণমিশ্রের পুত্র ভনিশ্র ; তৎপুত্র ওঙ্কার ; তৎপুত্র স্বর্ণক ; তৎপুত্র জয় ; তৎপুত্র **বীতরাগ**।—ইনি গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন বীতরাগের চারি পুত্র :—**দক্ষ**, সুষেণ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি।

মহারাজা আদিশূর কামকোটী বা কামঠী গ্রামে দক্ষের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কামঠী গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করা দুষ্কর কেহ কেহ বলেন, কামঠী বীরভূম জেলায় অবস্থিত ছিল ; কিন্তু নানা কারণে উহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কামঠী গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে ; কিন্তু বীরভূম হইতে গঙ্গা বহু দূরে।

দক্ষের ষোড়শ পুত্র :—ধীর, নীর, জন, কৃষ্ণ, কেশব, কাক, কৌতুক, শুভ, **সুলোচন**, শম্ভু, শশীধর, শ্রীহরি, রাম, বনমালী, পালু ও জটাধর।

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ বিভিন্ন ৫৬ খানি গ্রামে বাস করিতেন; এই ৫৬ খানি গ্রামের নাম হইতেই ৫৬ গাঞির উৎপত্তি হয় দক্ষের ১৬ পুত্র হইতে নিম্নলিখিত ১৬টি গাঞি বা উপাধির উৎপত্তি হইয়াছিল; যথা :— ধীর হইতে গুড়, নীর হইতে অম্বুলী, জন হইতে কেঁয়োরী, কৃষ্ণ হইতে পোয়ারী, কেশব হইতে মূলগ্রামী, কাক হইতে হড়, কৌতুক হইতে পীতমুণ্ডী, শুভ হইতে ভূরীশ্রী **সুলোচন হইতে চট্ট**, শম্ভু হইতে তৈল-বাটী, শশীধর হইতে ভট্টগ্রামী, শ্রীহরি হইতে সিমলায়ী, রাম হইতে পালধী, বনমালী হইতে পর্পটী, পালু হইতে পলসায়ী এবং জটাধর হইতে পুষলী

দক্ষের পুত্র সুলোচন চাটুতি গ্রামে বাস করিতেন; ইহা হইতেই চাটুতি গাঞি বা চট্ট-কুলের উৎপত্তি। এই চাটুতি (বর্ত্তমান নাম চাটতি) গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় থানাজংসন ষ্টেসন হইতে কিঞ্চিদধিক দেড় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

সুলোচনের পুত্র **বাসুদেব**। বাসুদেবের চারি পুত্র :—নারীদেব, রূপদেব, পুরদেব ও **মহাদেব**। মহাদেবের চারিপুত্র :—মহী, **চলহ**, সভ্য ও সামন্ত চলহের তিন পুত্র :—আভো, অলঙ্কার ও **লৌলিক**। লৌলিকের তিন পুত্র :—উষাপতি, শুচ ও **অরবিন্দ**।

এতকাল রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে 'কুলাচল' ও 'সচ্ছোত্রিয়'—এই দুইটি বিভাগ ছিল এই সময়ে বল্লাল সেন দ্বাবিংশতি কুলোদ্ভব কুলাচলগণকে বাছিয়া, আটটি গাঞিকে মুখ্য কুলিন ও চৌদ্দটি গাঞিকে গৌণ-কুলিন করিলেন এই ২২টি গাঞির সকল লোকই যে মুখ্য ও গৌণ-কুলিন

হইয়াছিলেন, তাহা নহে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারাই কেবল বল্লালসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যে ৮টি গাঁঞি মুখ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রের চাটুতি গাঁঞি-এর বা চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল— এই পাঁচ জন ছিলেন

অরবিন্দের পুত্র **আহিত**; তৎপুত্র **দ্যাকর**। দ্যাকরের পাঁচ পুত্র ঃ—**ধনো**, মনো, পভো, বিভো ও ভৈরব। এই ধনো হইতেই ধনোর চাটুতি নাম বিখ্যাত হইয়াছে।

ধনোর ছয় পুত্র ঃ—রাম, উৎসাহ, **গণপতি**, জয়পতি, শ্রীপতি ও রঘুপতি। চট্ট কুলে জয়পতিই সর্ব্ব প্রথম কুল ভাঙিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে এ-বংশে আর কেহ এমন কাজ করেন নাই তাই তিনি ভঙ্গ জয়পতি নামে বিখ্যাত হন।

গণপতির তিন পুত্র ঃ—**ব্যাস**, বশিষ্ঠ ও নারায়ণ। ব্যাসের দুইপুত্র ঃ— **আনাই** ও জনাই আনাইর ছয় পুত্র ঃ—বিজয়, **শ্রীনাথ**, লখাই, চতুর্ভুজ, বিশ্বনাথ ও মাধব শ্রীনাথের দুই পুত্র ঃ—**গঙ্গাদাস** ও গোবিন্দ। গঙ্গাদাসের পুত্র **ভুবন**; এই ভুবন খড়দহ-মেল প্রাপ্ত হন।

ভুবনের দুই পুত্র ঃ—**রতিনাথ** ও রামনাথ। রতিনাথের চারি পুত্র ঃ—**রামচন্দ্র**, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও রমাকান্ত

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাসস্থান বিখ্যাত খড়দহ গ্রামে যোগেশ্বর পণ্ডিতের বাস থাকায় খড়দহ মেলের নাম হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর খড়দহে এই মেলের কুলীন পাওয়া যায় না। চব্বিশ পরগণার খাসবাটী, হালিসহর; হুগলীর উত্তরপাড়া, কোন্নগর, চুঁচড়া, জনাই, বেলি; নদীয়ার উলা, কুষ্টিয়া, শান্তিপুর; বর্দ্ধমানের গুপ্তিপাড়া, দুর্গাপুর; যশোহরের উজিরপুর, কাশীপুর, চান্দরা, ব্রাহ্মণডাঙা; খুলনার সেনহাটী;

ঢাকার বজ্রযোগিনী, আড়িয়ল, ইছাপুরা, নাগরভাগ, মাণ্ডরখণ্ড, ফতুল্লা, ফেগুণাকার, বাথিয়া, কোলা, বানিয়াজুড়ি; ফরিদপুরের আমগ্রাম, কালামৃধ, খালিসা, গোপালপুর, মহেন্দ্রদী, মাইজপাড়া, মুলপাড়া, রামভদ্রপুর, লোনসিং; বরিশালের আগরপাশা, কলসকাঠী, কীর্ত্তিপাসা, গুঠিয়া, নলচিরা, পিঙ্গলাকাঠী, বাইসারী, বাকপুর, বার্থী, দেবমহল, রহমৎপুর, সেলাপট্টি, সুন্দবদী, শোলোক; পাবনার ধোপাদহ;—প্রভৃতি স্থানেই খড়দহ মেলীর বর্ত্তমান বাসস্থান বঙ্গদেশের বাহিরে এলাহাবাদ ও বারাণসী অঞ্চলেও অনেক খড়দহ মেলের লোক বাস করেন বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে খাটি নিকষ কুলীন খুব কমই পাওয়া যায়

রামচন্দ্রের দুই পুত্র:—কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন। কৃষ্ণজীবনের চারি পুত্র:—রামবল্লভ, রামকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ ও রামনাথ।

রামনাথের তিন পুত্র:—অযোধ্যারাম, চন্দ্রনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র অযোধ্যারামের দুই পুত্র:—রামমোহন ও রামলোচন রামলোচনের একাদশ পুত্র:—ভৈরব, বৈদ্যনাথ, শম্ভুচন্দ্র, বিশ্বনাথ, দুর্গাচরণ, কৃষ্ণকান্ত, ভবানীচরণ, কালীচরণ, তারিণীচরণ, রামচন্দ্র ও জগৎচন্দ্র

রামলোচনের এই একাদশ পুত্রের মধ্যে মদীয় পিতামহ ৺দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত ছিলেন বংশের মধ্যে তিনিই সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান অর্জ্জন করেন। নিম্নে তাঁহার চাকরীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে রেসিডেন্সির ইংরেজী কেরাণীর পদ গ্রহণ করিয়া সুদূর দিল্লী নগরে গমন করেন। তখন রেল ছিল না; সুতরাং এই সুদূর দেশে একাকী গমন করা যথেষ্ট সাহস ও মানসিক বলের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে প্রসিদ্ধ কাবুল মিসনের হেড্ম্যান বা সরকার হইয়া গমন করেন। এই পদে তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন তৎপরে কটকের সাতাইস হাজারি ও কিল্লা খুর্দা ষ্টেটের তহসিলদার হইয়া আগমন করেন, এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পরে অল্পদিনের জন্য বুন্দেলখণ্ডের কালেক্টরের দেওয়ান হইয়া সেখানে গমন করেন। তাঁহার গমনের কয়েক মাস পরেই এই পদ উঠিয়া যায়, এবং তাঁহাকে উক্ত বুন্দেল খণ্ড জেলারই রাউথ ও সমেরপুর পরগণার তহসিলদারের পদে নিযুক্ত করা হয়। পরে এই স্থান বান্দা ও কল্পী নামক দুইটি জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১৮২৩খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি বহুবার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা পত্র ও সরকারের নিকট হইতে অনেক নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই নগদ পুরস্কারের পরিমাণ কোনও বার ১০০০৲ টাকা, কোনও বার১৭০০৲ টাকা, কোনও বার বা ততোধিক। ইহার পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নানাস্থানে নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তমোলুকের এজেন্টের অধীনে রামপুরে লবণের দারোগা হইয়া আগমন করেন। কয়েক মাস এই কার্য্য করিবার পরেই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেপুটী কালেক্টর হন, এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহে কাজ করেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি পেন্সন গ্রহণ করেন সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর কাল দুর্গাচরণ গভর্ণমেন্টের অধীনে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সেকালের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে বিস্তৃত জমিদারী খরিদ করেন, এবং কলিকাতা, পুরী, বারাণসী প্রভৃতি নানাস্থানে বাড়ী প্রস্তত করেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল:—অন্নদাচরণ, ভগবতীচরণ, পূর্ণচন্দ্র ও কুঞ্জলালচন্দ্র। ক্রমে ক্রমে নিঃসন্তান অবস্থায় বা কন্যা সন্তান রাখিয়া

অন্যান্য পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় মদীয় পিতা সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুলচন্দ্রই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুর দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হইত না। তিনি একদিকে যেমন তেজিয়ান্, অপর দিকে তত্তাধিক দয়াবান্ ছিলেন যৌবনে তিনি একবার পায়ে হাটিয়া কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন; তখন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ খোলা হয় নাই পথে একদল ডাকাত তাঁহাকে আক্রমণ করে ডাকাতগণের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে তাঁহার সঙ্গের ভৃত্য প্রাণত্যাগ করে; তিনি কোনও প্রকারে জীবন বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতাঠাকুর এই ভৃত্যের বালিকা পত্নিকে আপন সংসারে রাখিয়া নিজ পুত্রবধূর মত স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলেন আমাদের বাল্যবয়সে এই রমণীকে আমরা গৃহিণীর মত সসম্মানে আমাদের সংসারে বাস করিতে দেখিয়াছি পরে ইনি কাশীবাসিনী হইয়াছিন।

পিতঠাকুর দিবসের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনায় যাপন করিতেন তাঁহার পুস্তকালয়ে বহুতর শাস্ত্রীয় ও সাহিত্য গ্রন্থ এবং হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথি বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে

দেশস্থ লোক সকলেই পিতাঠাকুরকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিতেন। তিনি দুর্ব্বলের বন্ধু ও অত্যাচারীর শত্রু ছিলেন তন্ত্রোক্ত প্রণালী অনুযায়ী তিনি নানা প্রকার সাধনা করিতেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে কয়েকবার শিবা-ভোগ দিতে দেখিয়াছি নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দোতলায় ছাদের উপর এক পার্শ্বে উহা স্থাপন করিতেন, আর কোথা হইতে একটা শৃগাল আসিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়ী বাহিয়া উপরে উঠিত ও সেই সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইত। এমন

আশ্চর্য্য ব্যাপার না দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তিনি বহু প্রকার মন্ত্র তন্ত্র ও ঝাড়া-পোছা জানিতেন। একবার দেশব্যাপী ওলাউঠার ধুম পড়ায় গ্রামের বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আমার মাতা-ঠাকুরাণী এজন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন; তিনি আপন সন্তানাদির বিপদাশঙ্কায় সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকিতেন। তাঁহাকে এই প্রকার উৎকণ্ঠিত দেখিয়া পিতা-ঠাকুর বলিলেন—"দেখ, আমি এমন ক'রে দিতে পারি, যাতে এ বাড়ীতে কোনো দিন কারো ওলাউঠায় মরণ হবে না। কিন্তু তাতে এক বিপদ আছে। ওলাউঠায় কেউ মরবে না বটে, কিন্তু বাড়ীর সকলকেই একবার, চাই কি বহুবার এই রোগে ভুগতে হবে।" শুনিয়া মাত-ঠাকুরাণী ঐ প্রকার করিবার জন্য পিতা-ঠাকুরকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "তা সকলেরই ওলাউঠা হয় হোক্, যদি কেউ মরবে না জান থাকে, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।" শুনিয়া পিতা-ঠাকুর এক দিন গভীর রাত্রে মন্ত্রপূত চারি খানি ইষ্টক বাড়ীর চারি কোণায় অনেক মাটির নীচে পুতিয়া রাখিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে কাহারও ওলাউঠায় মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু এক বা ততোধিকবার বাড়ীর সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীতে এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা, কিন্তু যাহা সত্য ঘটনা আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

মন্ত্র শক্তি সম্বন্ধে বহুতর পরীক্ষা আমি নিজে লইয়াছি, এবং বাধ্য হইয়া উহা আমাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। আমার অগ্রজ স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও যথেষ্ট মন্ত্রতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। কাহাকেও পাগল কুকুর বা শৃগালে দংশন করিলে এক আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি রোগীর বিষ নামাইতেন। তাঁহার সে প্রক্রিয়া দেখে নাই আমাদের দেশে এমন লোক খুব কমই আছে। এক খানি মেটে সরায় নানাবিধ [illegible] লিখিয়া কিছু ধান্যের উপরে ঐ সরা

স্থাপন করিতেন, এবং রোগীকে সরার উপরে দাঁড় করাইয়া দিতেন। পরে তুড়ি দিতে-দিতে মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিতেন কিছুক্ষণ পরে রোগীকে লইয়া সরাখানি আপন-হইতে ঘুরিতে থাকিত সে সময়ে আমি নিজে রোগীকে ধরিয়া স্থির রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি; আরও কত লোক আসিয়া সে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বৃথা প্রয়াস, সরা ঘুরিবেই; কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে থামাইয়া রাখে। কিছু সময় এই প্রকার ঘুরিয়া সরা খানি হঠাৎ ভাঙিয়া যাইত এবং রোগীও বিষমুক্ত হইত। কখনও কখনও এমন হইয়াছে যে সরা খানি খুব দ্রুতবেগে অবিশ্রান্ত রোগীকে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তলাটা খসিয়া গিয়াছে, তবু ভাঙে নাই যতক্ষণ সরা অভগ্ন থাকিবে, ততক্ষণই ঘুরিবে; এবং বিষ নষ্ট হয় নাই বুঝিতে হইবে এতদ্ব্যতীত তিনি সর্পাঘাতের শক্তিশালী রোঝা ছিলেন; তিন চারি দিনের মরাকে ঝাড়িয়া আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি। অনেক তন্ত্রোক্ত অবধৌতিক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিতেন। বলা বাহুল্য এসব করিয়া তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিতেন না; অধিকন্তু এজন্য তাঁহার প্রতি মাসে বহু অর্থ ব্যয় হইত তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন।

একবার পিতা-ঠাকুর তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া জয়পুর-রাজ্যে গিয়াছিলেন। একদিন তিনি জয়পুরের মহারাণার বাগানে স্থাপিত শ্রীশ্রী গোবিন্দজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করিতে ছিলেন, তখন মহারাণা স্বয়ং গোবিন্দজী দর্শন করিতে আগমন করেন। অন্যান্য দর্শকদিগকে তখন মন্দিরের বাহির করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু পিতাঠাকুরকে ভাবমগ্ন অবস্থায় স্তোত্র পাঠ করিতে দেখিয়া মন্দিরের সেবকেরা বাধা দিতে সাহসী হইল না। মহারাণা মন্দিরে আসিয়া পট্টবস্ত্র পরিহিত স্থূলকায় তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ত্রিপুণ্ড্রধারী তেজস্বী ব্রাহ্মণের মুখে সুললিত স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান, এবং পরে আগ্রহ সহকারে পিতার সঙ্গে

২

বিভাস—একতালা

অসার সংসার, তারা-নাম সার,
কি ভাবিছ আর, রে পামর মন।
চলরে ধাইয়া, কাশীধামে গিয়া,
ধরিবে আঁটিয়া, মায়ের চরণ।
মা যে জগদ্ধাত্রী, অমৃতান্নদাত্রী,
ত্রিভুবনকর্ত্রী, অমূল্য-রতন;
ভব-ভয়হারী, রাজ রাজেশ্বরী,
দিবেন পদ তরী, করিলে যতন
সঁপি প্রাণ-কায়া, পাবে পদ-ছায়া,
করিবেন অভয়া দয়া বিতরণ;
কুলচন্দ্র কয়, থাকিবেনা ভয়,
হেলায় বিজয় হইবে শমন।

—০—

৩

মল্লার—আড়াঠেকা

আর কত ঘুমাবে রে মন, নিশি হলো অবসান।
মোহ-শয্যা পরিহরি কর কর গাত্রোত্থান
নিদ্রা-ঘোরে অচেতন, দেখিছ মিছা স্বপন,
তস্কর-রূপে শমন আসিতেছে নিতে প্রাণ;
জেগে ধৈর্য্য-বর্ম্ম পর, প্রেম-ভক্তি রথে চড়,
বধ কর সে তস্কর ধরিয়া জ্ঞান-কৃপাণ।

দুর্গা-নাম নিয়ে মুখে, যাত্রা কর মন-সুখে,
জন্ম জরা-মৃত্যু-দুখে হেলায় পাবে পরিত্রাণ
অকূল সংসারার্ণবে, সুখে যদি পার হবে,
কুলচন্দ্র বলে তবে আশা কর সমাধান।

—০—

৪

পিলু—খৎ

কালী-পদে মন আমার যদি গো বিকায়,
তবে কি করি গো শঙ্ক শমন-ডঙ্কায় ?
সংসার দৃঢ় শৃঙ্খলে, বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম-ফলে,
ডাকি নাই কালী বলে, বিবশ মায়ায় ;
যদি কভু মনে করি, পূজিব চরণ তাঁরই,
বাদী হয়ে ছ'টা অরি বিপথে ভুলায়।
বিষয়-ব্যাধি পীড়নে, ক্ষীণ তনু দিনে দিনে,
ভীতি হরা তারা বিনে কে রাখিবে পায় ?
মা-নাম করি ভরসা, কুলচন্দ্র করে আশা,
জীর্ণ দেহ কর্ম্ম-নাশা, ত্যজিবে গঙ্গায়।

—০—

৫

সোহিনী-মিশ্র—একতালা

কিসে পাব ভবের কূল ;
বিষম তরঙ্গ রঙ্গ ভাবিয়া আকুল।
উজান বাতাস অতি, স্রোত-বেগ তীব্র গতি
শঙ্কায় বিভোল মতি, বুদ্ধি হলো ভুল ;

প্রথম সখের বেলা, বৃথা গত করি খেলা,
পরাতত্ত্ব করি হেলা হারাইনু মূল।
এখন ভাবিয়া মরি, কেমনে মিলিবে তরী,
কে তরাবে ভব-বারি হয়ে অনুকূল ;
কুল বলে পদে ধরি, শ্রীগুরু কর কাণ্ডারী
সহজে মিলিবে তরী—চবণ বাতুল

—০—

৬

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

দিনান্তে কালী বলে' ডাকনা।
তোর এ সাধের তনু দুদিন বাদে রবেনা।
যখন সময় আসিবে, দশেন্দ্রিয় অবশ হবে,
মনের গতি লুকাইবে, কি করিবে বলনা।
এই বেলা প্রাণ থাকিতে, ডাকরে নাম রসনাতে,
নৈলে কি গো কালের হাতে এড়াইবে যাতনা।
শমন যখন শুধাইবে, কি কর্ম্ম করেছ ভবে,
তখন তারে কি বলিবে, ভেবে কেন দেখনা ;
নিরুত্তর দেখে তোরে, তখনই তো বাঁধ্‌বে জোরে,
বল তারে কেমন করে' কর্‌বে তুমি সান্ত্বনা।
শিশু-যুবা-প্রৌঢ় কাল, বৃথা গেল এ তিন কাল,
এলো যে চতুর্থ কাল, তা কি মনে পড়েনা ?
কুলচন্দ্র বলিছে মন, এখনো কর যতন,
শ্যামা-পদ আরাধন বিনা কিছু হবেনা।

—০—

৭

জয়-জয়ন্তি—ঝাঁপ

ভবের হাটে এসে এবার
বেচা-কেনা না-হইল ;
ভ্রমে পড়ে' ঘুরে' ঘুরে'
পথের সম্বল ফুরাইল।
সঙ্গে ছিল ছ'জন মুটে,
তারা জুটে ধোঁকা দিল ;
একা পেয়ে এসে ধেয়ে
চিন্তামণি কেড়ে নিল।
মণিপুরে রাজ-দরবারে
প্রাণ মোর নালিশ গুজরাইল।
ঘুষ খেয়ে মন-বক্সী আমার
দরখাস্ত পেশ না-করিল।
ঠেকে দায় অনুপায়
ভেবে-চিন্তে বেলা গেল ;
হয়ে শ্রান্ত পথ-ভ্রান্ত
কুল'র দশা কি হইল

—০—

৮

খট্—যৎ

মন যদি হয় মনের মত তবে শঙ্কা করি কা'রে।
সদানন্দে সুখে থাকি ফাঁকি দিয়া যম-রাজারে।

এসে ভয়ানক ভবে, কি ধন আছে সঙ্গে লবে,
যখন নিকাশ দিতে হবে, কি দিয়ে বুঝাবে তা'রে ;
শুন মন, বলি তোকে, বদন ভরে' ডাক্ মা'কে,
ব্রহ্মা-হরি স্মরে যাঁ'কে, শঙ্কর অন্তরে ধরে।
ওরে মন কর্ম্ম-নাশা, কালী-পদে লহ বাসা,
পূর্ণ হবে সর্ব্ব আশা, যম-ভয় যাবে দূরে ;
কুলচন্দ্রের এ মিনতি, মা বিনে আর নাই যে গতি,
শ্যামা-পদে রেখে মতি, যাত্রা কর ভব পারে।

—০—

মুলতান—একতালা

মন রে, উপায় কি হবে।
ভব-সাগর-তরঙ্গ-রঙ্গ-আহবে।
ঘোর পারাবার, পাপে তনু ভার,
কি গুণে নিস্তার পাইবে পাইবে।
এ যে স্রোত বেগবান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কেমনে কল্যাণ-তরী লভিবে
এক যুক্তি আছে, বলি তোর কাছে,
মহেশ বলেছে, সে কুলার্ণবে—
তুমি দিবা-বিভাবরি থাক ধ্যান ধরি,
শ্রীগুরু কাণ্ডারী মিলিবে তবে।
দারা-সুত গেহ এ দেহ সন্দেহ,
তবে মন দেহ, সুখেতে রবে

যদি মিলে গুরু-ভক্তি, অনায়াসে মুক্তি,
বিশ্বনাথ-যুক্তি, তরিতে ভবে।
কুলচন্দ্র কয়, যাবে ভব-ভয়,
সঁপিলে হৃদয় শ্রীগুরুদেবে;
যার হৃদে গুরু-পদ, তার কি আপদ,
শিবের সম্পদ সেই সে পাবে।

—o—

১০

মল্লার—আড়াঠেকা

সংসার-সাগরে ডুবে' প্রাণ গেল—গেলনা জ্বালা;
মন যদি বুঝিতে তত্ত্ব সার করিতে নামের মালা।
গৃহ-সুখ পরিপাটী, করিতেছ আটাআটি,
মাটির দেহ হবে মাটি ফাটিবে সোহাগ-ডালা
পেয়েছ গঞ্জনা শত, যন্ত্রণা পেয়েছ যত,
আরো দুঃখ আছে কত, না পাইতে আগে পালা;
এ সংসার কারাগার, গাঢ়তম অন্ধকার,
উপায় নাহিকো আর, বিনা সে মোহন-কালা।
উড়ে' যাবে প্রাণ-পাখী, দুখের না রবে বাকী,
না-বুঝে' ভেল্কির ফাঁকি, হারালি জ্যোৎস্না-আলা;
কুলচন্দ্র বলে স্থূল, চাও যদি সংসারে কূল,
তুলে দিয়ে প্রেম-মাস্তুল, হরিনামের তরী চা'লা।

—o—

১১

খট্-মিশ্র—ছপ্‌কা

স্থান দাও গো মা, চরণ-কমলে,
দীনে দুখ কত দিবে আর ;
আমি অতি হীন, সাধন-বিহীন,
ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকি বারবার।
ত্রিলোক-তারিণী, ভবের তরণী,
কুল-কুণ্ডলিনী মূলাধার ;
তব রাঙা পদ, আপদের আপদ,
শিবের সম্পদ সারাৎসার।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, জরা মৃত্যু ভয়,
সুদূরে পালায় নামে যাঁর ;
ভবাব্ধি অকূল, ভাবিয়া আকুল,
কুলচন্দ্র কূল পাবে কি তার ?

—০—

১২

বাউলের সুর—একতালা

হরিনাম বিনে নাই রে ধন ;
হরি বলে বাহু তুলে (ভোলা মন) যাওবে চলে বৃন্দাবন।
ভবের মাঝে বেঁধে বাসা, দেখ্‌ছরে কি রং-তামাসা (মন),
ছাড়, এ দুরাশা, যাওয়া আসা, (ভোলা মন) ভোগ পিপাসা বিসর্জ্জন
যখন, ভবের মাঝে পেয়ে তোরে বাঁধবে জোরে শমন চোরে (মন)
তখন, ডাক্‌বি কারে বল্ দেখিরে (বিনা সেই) আঁধার ঘরের চন্দ্রানন

যখন, হবি রাজি দাগাবাজী যম-বাবাজী আসবে সাজি (মন),
তখন, করবি কি রে, বল দেখিরে, কররে তারি আয়োজন
যখন, ভবের হাটে সঙের নাটে, সূর্য্য-মামা বসবে পাটে (মন)
যেন, কৃষ্ণচন্দ্র হেসে মন্দ (ধাঁধা) আঁধারে পায় পথ তখন।

—০—

১৩

সোহিনী-মিশ্র—একতালা

হলো বেলা অবসান ;
মন-আশা না পূরিল, অদৃষ্ট-বিধান
গেল রে মানব-জন্ম, না-জানিলাম ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না-করিলাম শুভ কর্ম্ম করে অভিমান।
অবিদ্যার দাস হয়ে, এ জনম গেল বয়ে,
কেমনে থাকিব সয়ে, দুঃখের-নিদান ;
কোথা গুরু বিশ্বপতি, অগতির তুমি গতি,
না-পেয়ে তব সঙ্গতি কাঁদিতেছে প্রাণ।
কি করিব কোথা যাব, কি দিয়ে শ্রীনাথে পাব,
মন-সাধে পদে দিব প্রাণ-পুষ্প দান
কৃষ্ণচন্দ্র কেঁদে বলে, এমন কি আছে ভালে,—
অর্দ্ধ-নাভি গঙ্গা জলে ত্যজিব পরাণ।

সমাপ্ত।

গানের সূচি পত্র।